মুজিবনগরে সম্প্রীতি চর্চা ও মাদক থেকে দূরে রাখতে তরুণদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে তরুণদের মধ্যে সম্প্রীতির চর্চা জোরদার করা এবং মাদক ও ডিজিটাল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিএফজি (পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ) সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খানের নিজস্ব উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক ক্রীড়া আয়োজন ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল তরুণদের মাঠমুখী করা এবং খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। বর্তমান সময়ে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও মাদকের ঝুঁকি তরুণ সমাজকে উদ্বেগজনক অবস্থায় ফেলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে রশিকপুর গ্রামের তরুণদের সুস্থ বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট করতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মাঝে নতুন জার্সি, প্যান্ট ও ফুটবল বুট বিতরণ করা হয়। পরে গ্রামের মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত সবার মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন ক্রীড়াসামগ্রী পেয়ে খেলোয়াড়দের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খান বলেন, “আমাদের তরুণদের মাঝে কেবল সম্প্রীতির বার্তা দিলেই হবে না, বরং তাদের মাঠে নামিয়ে সম্প্রীতির চর্চা করাতে হবে। খেলাধুলা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তারা যেন ডিভাইসের নেশা ও মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে থেকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।”

অনুষ্ঠানে স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন এবং এমন উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। অভিভাবকরাও মনে করেন, এ ধরনের কার্যক্রম তরুণদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে সমাজে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দিনে গড়ে বিদ্যুৎ থাকছে ১০ থেকে ১১ ঘন্টা

মেহেরপুরের পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন এলাকাগুলো ২৪ ঘন্টায় ১০ থেকে ১১ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাচ্ছে গ্রাহকরা। বাকি ১৩ থেকে ১৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকছে।

একদিকে ভ্যাপসা গরম এর সাথে যোগ হয়েছে বিদ্যুতের লোডশেডিং। সবমিলিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জনজীব বিষন্ন হয়ে পড়েছে।

সরকারিভাবে খুব বেশি বিদ্যুতের সমস্যা না দেখালেও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ বলছে চাহিদার ৫০ শতাংশও তারা পাচ্ছে না , ফলে লোডশেডিং দিতে হ্চ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে খোজ নিয়ে জানা গেছে, সকাল কিংবা, দিন কিংবা রাত সমানতালে এক ঘন্টা পরপর লোডশেডিং দেওয়া হচ্ছে। সারাদিন কাজ করে মানুষ রাতে ঘুমাবে বিৎ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে ঘুমাতেও পারছেন। এছাড়া চলতে এসএসসি পরীক্ষার্থীরাও পড়েছে চরম বিপাকে।

চাষীদের ‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের (ডিজিএম) শফিউদ্দিন আহমেদ যোগদান করার পর থেকে অনিয়মের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা শুরু করেছে।স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত এই কর্মকর্তা সরকার ও সাধারণ চাষীদের বিপদে ফেলতে এই অনিয়ম শুরু করেছেন। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ২ থেকে ৩ ঘন্টা বিদ্যুৎ দিচ্ছে। বাকী ২১ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছেন।

‎ভুক্তভোগী ধর্মচাকী গ্রামের কৃষক ও সেচ পাম্পের মালিক মুসফিকুর রহমান বাবলু, হুমায়ুন কবির ও তাহাজুল ইসলাম জানান, বিদ্যুতের অভাবে আমাদের মাঠে প্রায় ৫০০ বিঘা আবাদি জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে রয়েছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই অঞ্চলে ২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে, বাকী ২২ ঘন্টা লোডশেডিং দেখিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখেছেন, ৩ ঘন্টা পর পর ১০মিনিট করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ফলে কোন জমিতেই

‎জ্বালানি সংকট ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বলেন, মেহেরপুরের ৯০ ভাগ মানুষ কৃষি নির্ভরশীল, জ্বালানি ও কৃষি প্রণোদনা কৃষকদের মাঝে সরাসরি দেয়ার জন্য মেহেরপুর জেলা কৃষি অফিসারের নিকট তিনি অনুরোধ করেছেন, কিন্তু উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজসে স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় সার, বীজ ও জ্বালানির সংকট তৈরি করছে। তাতে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে।ইতিমধ্যেই সরকার গত বছরের তুলনায় এবছর ৪০ পারসেন্ট জ্বালানি বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও যে সংকট চলছে তা একেবারেই কৃত্রিম।

‎এখানে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অবহেলার কারণেই এই সংকট তৈরি হয়েছে।‎

‎এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন জানান রাষ্ট্রীয়ভাবে জ্বালানি তেলের কোন সংকট নেই। একটি গোষ্ঠী সংকট তৈরি করছে, এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। সংকট সমাধানে সরকার কাজ করছে।
‎

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান জানান উপজেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে কৃষকদের ডিজেল কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে এবং কার্ড অনুযায়ী কৃষকরা জ্বালানি সরবরাহ করছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার স্বদেশ কুমার ঘোষ বলেন, গরম পড়লে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে। বর্তমানে মেহেরপুর জেলা চাহিদার ৫০ শতাংশও পাচ্ছি না। যার ফলে এভাবে লোডশেডিং দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আবাহাওয়া ঠাণ্ডা হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমে যায়, তখন লোডশেডিং করা লাগে না। ’

মেহেরপুরে মুরগির দাম কমলেও

অস্থির সবজি বাজার

সরবরাহ কমসহ নানা অজুহাতে মেহেরপুরের বাজারে এখনো চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বেশিরভাগ সবজি। অধিকাংশ সবজির দাম ৫০ থেকে ৮০ টাকার ওপরে থাকায় সাধারণ ক্রেতারা স্বস্তি পাচ্ছেন না। যদিও কিছুটা কমেছে মুরগির দাম।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুরের বড় বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

বড় বাজারের কাঁচাবাজারে প্রতি কেজি বেগুন ৮০ টাকা, পটল ৬০ টাকা, ফুলকপি ৬০ টাকা, শশা ৬০ টাকা, পেঁপে ৪০ টাকা, কচু ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি আটি লাল শাক ২০ টাকা এবং কলা প্রতি পিস ৩০ টাকা। কাঁঠালের এক ফালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। গত সপ্তাহে কচু ছিল ৮০ টাকা এবং বেগুন ৯০ টাকা, যা এখন কিছুটা কমেছে।

মসলাজাতীয় পণ্যের মধ্যে কাঁচা মরিচ খুচরা বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা কেজি , পেঁয়াজ ৩০ টাকা, দেশি রসুন ৮০ টাকা, আদা ১৫০ টাকা এবং আলু ২০ টাকা কেজি।

পাইকারি বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই। আলুর দাম ১৩ টাকা কেজি অপরিবর্তিত রয়েছে। দেশি পেঁয়াজ ২৮ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা হয়েছে। রসুন ৫৫ টাকা কেজি অপরিবর্তিত রয়েছে। কাঁচা মরিচ ৩০ টাকা কেজি এবং আদা ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে কেনাকাটা করতে আসা নন্দ সরকার বলেন, কিছু সবজির দাম কমলেও মোট খরচ কমছে না। একটার দাম কমলে আরেকটার বাড়ে।

আরেক ক্রেতা জানান, বেগুন, কাকরোলসহ অনেক সবজির দাম এখনো বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিনতে গেলে হিসাব মেলানো কঠিন।

সাইদুর বলেন, আগে যে টাকায় কয়েকদিনের বাজার করা যেত, এখন তা একদিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।
সাগর মন্ডল বলেন, দাম কমার কথা শুনে এসেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে তেমন সুবিধা পাইনি। বড় পরিবারের জন্য এই বাজার সামলানো কঠিন।

বিক্রেতারা জানান, বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল থাকলেও সরবরাহ কম থাকায় দাম পুরোপুরি কমছে না। স্থানীয় চাষিরা বেশি লাভের আশায় অন্য জেলায় সবজি পাঠাচ্ছেন, যার প্রভাব পড়ছে মেহেরপুরের বাজারে।

সবুজ ভান্ডারের ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান বলেন, আগের মতো ব্যবসা নেই। এখন এক দিনের বিক্রি সাত দিনে হয়। পরিবহন খরচ একই থাকলেও বাইরে পাঠিয়ে চাষিরা বেশি লাভ পাচ্ছেন।

হুজাইফা নামে আরেক বিক্রেতা বলেন, বাজারে চাহিদা থাকলেও বিক্রি কম। বেশিরভাগ সবজির দাম এখনো বেশি।

অন্যদিকে, বাজারে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম কিছুটা কমেছে। সোনালি মুরগি প্রতি কেজি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৩৫০ টাকা। ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকার মধ্যে, যা আগে ছিল ২০০ টাকা।

তবে লেয়ার মুরগির দাম বেড়ে প্রতি কেজি ৩৬০ টাকা হয়েছে, যা গত সপ্তাহে ছিল ৩২০ টাকা। দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে ৬৮০ টাকা কেজি দরে।

গাংনীতে লোডশেডিংয়ে বিক্রি কমেছে মাছ ও মাংসের

একদিকে জ্বালানি সংকট অপরদিকে লাগাতার লোডশেডিংয়ে বিক্রি কমেছে মাছ ও মাংসের। বিপরীতে বেড়েছে দাম।

এদিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সন্ধ্যা ৭টায় দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। ব্যাবসায়ীরা বলছেন তাদের পণ্য বিক্রি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

ব্যাবসায়ীরা বলছেন,জ্বালানি ও বিদুৎ সংকটে বিক্রি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। সেই সাথে মহাজনদের কাছ থেকে কিনতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা।

ক্রেতারা বলছেন, সারাদিনে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা বিদুৎ থাকছে না। আবার যখন বিদুৎ পাচ্ছি তার স্থায়ীত্ব হচ্ছে কখনও আধা ঘন্টা কখনও এক ঘন্টা। যার ফলে ফ্রিজে থাকা মাছ,মাংশ এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য মাছ মাংশ কেনা কমিয়ে দিয়েছেন তারা।

মাছ বিক্রেতা মন্টু মিয়া বলেন, আর বইলেন না ভাই, বাজারে এখন আর বড় মাছ কেও কিনতে চাইছে না। ৩ থেকে ৫ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি নাই বললেই চলে। কারন হলো কারেন্ট না থাকা। ৫ কেজি ওজনের বড় মাছ তো আর একদিনে খাওয়া যায় না। ফ্রিজে রেখে বেশ কয়েকদিন ধরে মানুষ খাই। আর কারেন্ট না থাকাই ফ্রিজে কোন কিছু রাখলে তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানুষ মাছ কেনা কমিয়ে দিয়েছে।

মাছ বিক্রেতা জামাল হোসেন বলেন, আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী বামন্দী বাজারে প্রায় একশজনের মত মাছের ব্যাবসার সাথে জড়িত। সপ্তাহ দেড়েক ব্যাবধানে হঠাৎ করে সকলের ৩০ শতাংশ মাছ বিক্রি কমে গেছে। মাছের দাম বেড়ে গেছে। আর বিদুৎ না থাকাই মানুষ মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফ্রিজে রেখে রেখে ধীরে শুস্তে খাবে সে পরিস্থিতি নেই। বরং ফ্রিজে যা রাখা আছে তাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে খেয়ে ফেলতে হচ্ছে।

মাংস বিক্রেতা জাহিদ বলেন, হঠাৎ করেই বাজারে মাংস বিক্রি কমে গেছে। মানুষের ফ্রিজে যে মাংস আছে এখন সেগুলো খাওয়াতে ব্যাস্তো। কারেন্ট না থাকাতে ফ্রিজে থাকা যতো মাছ মাংশ আছে সেগুলো নষ্ট হওয়ার ভয়ে সব খাচ্ছে।

মাছ চাষি সম্রাট আহমেদ বলেন,প্রচন্ড রোদ ও তাপের কারনে পুকুরের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। স্যালো ইঞ্জিন দিয়ে পানি দেবো সে পরিস্থিতিও নেই। তেল সংকট। আবার বিদুৎতের লোডশেডিং। পুকুরে পানি কম থাকাই মাছ মরে যাচ্ছে। অথচ মাছ ব্যাবসায়ীদের বলছি মাছ নিয়ে যেতে। তারা বলছে হাটে মাছ বিক্রি নাই। আমি মাছ নিয়ে এক রকম বিপদের মধ্যে আছি।

মাছ ক্রেতা প্রবাসী সোহাগ আলী বলেন,আমি তিন বছর পর ছুটিতে দেশে আসছি। দেশে এসে দেখি যেমন গরম পড়ছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে লোডশেডিং। আজ বাজারে এসে পাঁচ কেজি ওজনের একটা কাতলা মাছ দেখে খুব লোভ হলো মাছটি কিনবো। বাড়িতে গিন্নির কাছে ফোন দিয়ে মাছটি নেবো কিনা জিজ্ঞেস করতেই। বলে দিলো বড় মাছ নিতে হবে না। কারেন্ট থাকছে না। ফ্রিজে রাখলেও মাছ নষ্ট হয়ে যাবে।

বামন্দী বাজারে মাংস কিনতে আসা হোটেল ব্যাবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের হোটেলের ব্যাবসা। একেকদিন একেকরকম বেচাকেনা হয়। আমাদের ফ্রিজে সবসময় কেজি পাঁচেক মাছ-মাংস রেখে দিতে হয়। যেদিন চাহিদা বেশি থাকে ফ্রিজ থেকে বের করে রান্নার জন্য রেডি করি। অথচ সপ্তাহ খানেক ধরে কারেন্টের যে অবস্থা, ফ্রিজ ঠান্ডা হওয়ার আগেই

কারেন্ট চলে যাচ্ছে। যার ফলে ভিতরে থাকা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডিজিএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের এলাকায় প্রয়োজন প্রায় ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মাত্র ৪ মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর

চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

ডায়াগনসিসে যক্ষা নেই, ক্লিনিক্যালি দিলেন যক্ষার চিকিৎসা !

মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টির বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা ও অসদাচারণের অভিযোগ তুলেছেন রোগীর অভিভাবক। তবে চিকিৎসকের দাবি তিনি ভুল চিকিৎসা করেননি।

জানা গেছে, মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকার মাহবুব ই রসুল মিন্টুর ১৩ বছর বয়সী ছেলে তৌসিফ আহমেদ রায়ান গত বছরের অক্টোবর মাসে বাম পায়ের উরুতে (এ্যাবসেস) একটি ফোঁড়ায় আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হলে তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সার্জারী কনসালটেন্ট মো: শহিদুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করান। তিনি রায়ানের সার্জারি করেন এবং রাজশাহী আইসিডিডিআর’বি তে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্স (যক্ষা) পরীক্ষা করান। সেখানে জেন এক্সপার্ট আল্টা রেজাল্টে যক্ষ নেগেটিভ আসে এবং রিফ রেজিস্টেন্স ও এমটিবি বার্ডেন পজেটিভ আসে। তিনি মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিক থেকে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন।

বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট ডা. মোহসীনা ফেরদৌসী মিষ্টি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনসিসে যক্ষা সন্দেহে তাকে ৬ মাসের যক্ষা চিকিৎসা শুরু করেন। ৫ মাস ১০ দিন ওষুধ খাওয়ার পর পুনরায় রাজশাহীর চিকিৎসক শহিদুল ইসলামের কাছে ফলোআপ চিকিৎসা্

নিতে গেলে তিনি অভিভাবককে বলেন, তার যক্ষা ডিটেকটিভ হয়নি তবে কেন যক্ষা চিকিৎসা করানো হলো এবং চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা দিয়েছেন।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোগীর অভিভাবক মিন্টু পুনরায় মেহেরপুর বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে গেলে চিকিৎসক মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি তার সাথে অসাদচারণ করেন এবং বলেন তার চিকিৎসা কোন ভুল নেই।

রোগীর বাবা মাহবুব ই রসুল মিন্টু অভিযোগ করে বলেন, ‘রাজশাহীর আইসিডিডিআর’বি থেকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যক্ষা হয়নি। মেহেরপুরে যক্ষা হাসপাতাল ভুল চিকিৎসা দিয়েছে। আমি এটার ডাক্তারকে বলতে গেলে তিনি খারাপ আচরণ করেন।’

অভিযুক্ত মেহেরপুর বক্ষব্যধি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত কনসালটেন্ট মোহসীনা ফেরদৌসী মিস্টি বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। আমরা রোগীর ক্লিনিক্যাল টেস্ট করে যক্ষা সনাক্ত করি। যক্ষা পজেটিভ সন্দেহে তাকে আমরা যক্ষা চিকিৎসা্ দিয়েছি। এখানের চিকিৎসার কোন ভুল নেই। অভিবাবকের সাথে খারাপ আচরণের বিষয়ে তিনি বলেন, এ অভিযোগ সত্য নয়।’

এ বিষয়ে ব্র্যাক যক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কর্মকর্তা অচিন্ত্য কুমার দাস বলেন, ‘আমরা কোন চিকিৎসা দিই না । আমরা চিকিৎসা ঠিক মত পাচ্ছে কি না, রোগী কেমন আছে শুধুমাত্র এগুলো পযর্যবেক্ষণ করি।’

তবে এ ব্যাপারে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ বলেন, ‘অনেক সময় ডায়াগনসিসে যক্ষা ধরা পড়েনা। চিকিৎসক রোগী দেখে ক্লিনিক্যালি টেস্টের মাধ্যমে যক্ষার চিকিৎসা দিতে পারেন। এক্ষেত্রে হয়তো তাই হয়েছে। তবে অভিভাবকের চিন্তিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এতদিন উচ্চ মাত্রার ওষুধ সেবনে কোন ক্ষতি হতে পারে কি না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সব ওষুধের কমবেশি পার্শপ্রতিক্রিয়া আছে। তবে এতে জটিল কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম।’

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্মেলন কক্ষে (টিএসসিআর) আজ বৃহস্পতিবার তরুণ প্রজন্মের মাঝে সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দিতে সম্প্রীতি অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় মেহেরপুর ওয়াইপিএজির আয়োজনে, এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের সহযোগিতায় এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সিয়াম, বাইবেল পাঠ করেন সুমী বিশ্বাস এবং গীতা পাঠ করেন সঞ্চিতা হালদার। এরপর ওয়াইপিএজি সদস্যদের পরিচালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর ওয়াইপিএজির কো-অর্ডিনেটর রাজিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ.কে.এম. নজরুল কবির। তিনি বলেন, “একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম। এ ধরনের আয়োজন তাদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. খসরু ইসলাম, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. হাসানুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদ এবং মুজিবনগর উপজেলা ওয়াইপিএজি এর কো-অর্ডিনেটর মো. রিয়াজ শেখ।
অ

লিম্পিয়াডের মূল আকর্ষণ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস শোভা ও বিধান শেখ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা, শপথ বাক্য পাঠ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পিএফজি অ্যাম্বাসেডর ও

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সায়্যেদাতুন্নেছা নয়ন।

সমাপনী বক্তব্যে তিনি উগ্রবাদ ও অসহিষ্ণুতা পরিহার করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানান। পরে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

গাংনীতে বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িত সকল আসামিকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার সড়কের পাশে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন গাংনী উপজেলা মানবাধিকার কর্মীরা।

মানবাধিকার কর্মীদের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে মুকুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণকারী ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, “মুকুলকে যেভাবে গুলি করা হয়েছে, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ না গড়ে তুলি, তাহলে একের পর এক নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরতে থাকবে। সন্ত্রাসীরা দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাই সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমাতারা, মানবাধিকার কর্মীসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে নিহত শিশুর পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের আর্থিক অনুদান প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে ডুবে আব্রাহাম
(২) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে নদীর পাড়ে খেলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্রাহাম একই গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আকাশ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীর ধারে বাড়ি হওয়ায় সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলার সময় অসাবধানতাবশত শিশুটি নদীতে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী তাকে নদীর পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন সরকারের পক্ষ থেকে নিহত শিশুর পরিবারকে ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এ সময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।